জুয়া আইন ২০২৩ (প্রস্তাবিত) (২০২৩ সনের.....নং আইন)

যেহেতু জনস্বার্থে The Public Gambling Act 1867 (Act No. II of 1867) রহিতকরণ পূর্বক উহার বিধানাবলী যুগোপযোগী করিয়া পুনঃ প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।–

(১) এই আইন জুয়া আইন ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) অবিলম্বে এই আইন কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) 'জুয়া খেলা' শব্দ দ্বারা বুঝাইবে- সরকার অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-এর অনুমোদন ব্যতীত-

(ক) সকল ধরনের বাজি ধরা;

(খ) অর্থ কিংবা পণ্যের বিনিময়ে প্রতিযোগিতামূলক সকল ধরণের হাউজি;

(গ) সকল ধরনের লটারি;

(ঘ) অর্থ বা আর্থিক মূল্যমানের কোন পণ্যের বিনিময়ে ভাগ্য কিংবা ভাগ্য ও দক্ষতার সংমিশ্রনে কোন আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ খেলা;

(২) **'বাজী (Betting)'** শব্দ দ্বারা- বিদ্যমান সকল ধরণের খেলা বা কোনো বিষয়ের ফলাফল সম্পর্কে পূর্ব হইতে কোনো অভিমত জ্ঞাপন করিয়া প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্যভাবে কিংবা প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থ, পণ্য, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর বাজী ধরাকে অন্তর্ভূক্ত করিবে।

(৩) 'বাজিকর (Bookmaker)' বলিতে এমন ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি-

(ক) নিজে, কর্মচারীর মাধ্যমে অথবা এজেন্ট এর মাধ্যমে নগদ অর্থ বা আর্থিক মূল্যমানের কোন পন্য বা সম্পত্তির বিষয়ে বাজী কিংবা জুয়ার আয়োজন অথবা মধ্যস্থতা করেন বা

(খ) নিজেকে বাজী বা জুয়ার আয়োজনকারী বা মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রচার করেন বা করান।

(গ) যদি কোন ব্যক্তি বাজী কিংবা জুয়ার অর্থ বা মূল্যবান সামগ্রী গ্রহণ করেন কিংবা যদি কোন ব্যক্তির নিকট হতে বাজীকরের ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হয় এমন কোন বই, হিসাবপত্র, দলিল, কার্ড, সার্কুলার, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড বা অন্য কোন বস্তু উদ্ধার হয় তাহা হইলে ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি বাজীকর হিসাবে কাজ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

(৪)। **অনলাইন বেটিং।**- (১) যদি কোন ব্যক্তি-

(ক) সামাজিক যোগাযোগ বা অন্য কোন অনলাইন বা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে খেলাধুলা বা এ সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে বাজি ধরেন, বা বাজি ধরার নিমিত্তে নগদ (in cash) অথবা ক্যাশবিহীন ব্যাংকিং লেনদেন যেমনঃ ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি বা মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেন যেমনঃ বিকাশ, রকেট, নগদ, উপায়, পেপাল ইত্যাদি বা বিট কয়েনসহ অন্য যে কোন ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদি বা অন্য কোন ধরণের ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে লেনদেন করেন;

(খ) নিজ বা অন্যের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অনলাইন বেটিং সাইট অথবা একাউন্ট রেজিস্টার করেন বা হোস্টিং প্রদান করেন বা জুয়ার এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বা মাসিক ভাড়া বা অন্য কোন প্রতিশ্রুতিতে দেশে বা বিদেশে অবস্থানরত কোন ব্যক্তির একাউন্ট ব্যবহার করেন বা এতদুদ্দেশ্যে পরামর্শের জন্য ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম পরিচালনা করেন;

(গ) মালিক বা পরিচালনাকারী হইয়া কোন গৃহ, সাইবার ক্যাফে বা অনুরুপ অন্য কোন স্থানকে অনলাইন বেটিং এর জন্য ব্যবহার করিতে দেন;

তাহা হইলে ইহা এই আইনের অধীনে অনলাইন বেটিং বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) **'পাতানো খেলা** (Match fixing) বলিতে পূর্ব হইতেই কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলা বা খেলার অংশ বিশেষের ফলাফল নির্ধারণ করিয়া খেলাকে বুঝাইবে এবং ইহা Spot fixing (তাৎক্ষনিকভাবে কোন খেলা বা খেলার অংশ বিশেষের ফলাফল নির্ধারণ)'কে অন্তর্ভূক্ত করিবে।

(৬) 'জুয়ার সামগ্রী' শব্দ দ্বারা জুয়া বা বাজীর কাজে ব্যবহৃত যে কোনো যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ বা সামগ্রী এবং বাজী বা জুয়া খেলার জন্য ব্যবহৃত অর্থ, খাতা, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড যেমন: সফট্ওয়্যার, ওয়েবসাইট, ডাটাবেজ বা অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৭) 'জুয়ার স্থান' অর্থ যে কোনো ঘর, কক্ষ, তাঁবু বা প্রাচীর বেষ্টিত কিংবা প্রকাশ্য স্থান, সকল ধরণের যানবাহন, নৌযান, আকাশযান অথবা যে কোনো স্থান যেখানে মালিকের, রক্ষকের বা ব্যবহারকারীর মুনাফা বা উপার্জনের জন্য যে কোনো জুয়া খেলা, জুয়ার সামগ্রী বা অন্য কিছু ভাড়া বা অর্থের বিনিময়ে রাখা বা ব্যবহৃত হয় এবং জুয়া সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহৃত কক্ষ বা ভবন এবং ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করিয়া ভার্চুয়াল (Virtual) কোন ব্যবস্থা যেমন- সার্ভার, ওয়েবসাইট, হোস্টিংকেও অর্ন্তভুক্ত করিবে।

(৮) সরকার বলতে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

(৯) ফৌজদারী কার্যবিধি অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898.

৩। **আইনের প্রাধান্য।**- অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে এবং ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

৪। **অতিরাষ্ট্রিক এখতিয়ার।**- কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাহিরে এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটন করিলে তাহাকে এই আইনের অধীনে এমনভাবে বিচার করা যাইবে যেন তিনি উক্ত অপরাধ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটন করিয়াছেন।

৫। **প্রবেশ করা ও পুলিশ কর্তৃক তল্লাশী চালাবার ক্ষমতাঃ**

কোন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মনোনীত যে কোন অফিসার অথবা জেলা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট নির্ভরযোগ্য সংবাদ পেয়ে এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-কে অবহিত অথবা অনুমতি গ্রহণ করে যথোচিত তল্লাশি চালিয়ে যদি মনে করেন যে, অনুরুপ ঘর তাঁবু, কক্ষ, প্রাঙ্গণ বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান সাধারণ ক্রীড়া ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে তিনি নিজে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেনীর যে কোন পুলিশ অফিসারকে দায়িত্ব প্রদান করলে সেই পুলিশ অফিসার প্রয়োজনীয় সাহায্যকারীসহ অনুরুপ ঘরে তাঁবুতে, কক্ষে, প্রাঙ্গণে বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে দিনে বা রাতে যে কোন সময় (প্রয়োজন হলে শক্তি প্রয়োগ করিয়া) প্রবেশ করতে এবং ঐ সময় ক্রীড়ারত ব্যক্তিগণকে নিজে অথবা ভারপ্রাপ্ত অফিসার গ্রেফতার করিতে পারিবেন এবং জুয়া খেলার কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী আটক করিতে পারিবেন; এবং

জুয়া খেলার কোন সামগ্রী লুকায়িত রয়েছে বলে সন্দেহ হলে তিনি নিজে অথবা ভারপ্রাপ্ত অফিসার অনুরুপ ঘরে, তাঁবুতে, কক্ষে, প্রাঙ্গনের বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের যে কোন অংশে এবং আটককৃত যে কোন ব্যক্তির দেহ তল্লাশি চালাতে পারিবেন এবং নিজে অথবা ভারপ্রাপ্ত অফিসার অনুরুপ তল্লাশি দ্বারা প্রাপ্ত জুয়া খেলার যে কোন সামগ্রী আটক করিতে পারিবেন।

৬। **জুয়া বা বাজি আয়োজনের শাস্তি।**- কোন ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থান, ঘর, তাঁবু, কক্ষ, যানবাহন, প্রাঙ্গন বা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের মালিক বা রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবহারকারী হিসেবে অনুরূপ স্থানকে অথবা ইলেক্ট্রনিকবা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করিয়া সৃজিত কোন ভার্চুয়াল (Virtual) ব্যবস্থাকে জুয়া খেলা বা বাজির স্থানহিসাবে ব্যবহার করিলে অথবা ব্যবহার করিতে দিলে অথবা যে কেহ উপরে বর্ণিত স্থানকে উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কাজে ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব পালন করিলে অথবা যে কোনোভাবে সহযোগিতা করিলে এবং অনুরূপ প্রকাশ্য স্থান, গৃহে, তাঁবুতে, কক্ষে, প্রাঙ্গনে, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বা যানবাহনে অথবা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে যে কেহ জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে অর্থ আদান প্রদান বা নিয়োজিত করিলে তিনি অনধিক ০৩ (তিন) বছর কারাদন্ডে, বা অর্নুধ্ধ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৭। **জুয়া খেলা বা বাজির শাস্তি।**- কোন ব্যক্তি কোন প্রকাশ্য স্থান, ঘর, তাঁবু, কক্ষ, প্রাঙ্গন, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে বা যানবাহনে অথবা ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল মাধ্যমে বাজি বা জুয়ারত বা উক্ত উদ্দেশ্যে উপস্থিত দেখিতে পাওয়া গেলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন। বিপরীত প্রমাণিত না হইলে যে কোনো বাজি বা জুয়া খেলার স্থানে কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তিনিও জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং বাজি বা জুয়া খেলার জন্য নির্ধারিত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৮। **বাজিকরের (Bookmaker) শাস্তি।**- যদি কোন ব্যক্তি বাজিকর হিসাবে কাজ করেন তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বছরের কারাদন্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯। **মিথ্যা নাম ও ঠিকানা প্রদানের দন্ডঃ-**

এ আইনের অধীনে কোন ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ অফিসার কোন সাধারণ জুয়ার আখড়ায় প্রবেশ করে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত দেখিতে পাইয়া তাকে গ্রেফতার করিলে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি স্বীয় নাম ঠিকানা জানাতে অস্বীকার করিলে অথবা মিথ্যা নাম বা ঠিকানা প্রদান করিলে অনুর্ধ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা দন্ডিত হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত করিলে যে কোন যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন এবং অনুরুপ দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত জরিমানা বা ক্ষতিপূরণর অর্থ পরিশোধ না করিলে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হবে।

১০। **পাতানো খেলার শাস্তি।**- কোন খেলাকে পাতানো করার নিমিত্ত উক্ত খেলার খেলোয়াড়, আয়োজনকারী এবং সংশ্লিস্ট ব্যক্তিবর্গ যাহারা উক্ত কার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছেন বা উক্ত খেলাকে পাতানো করার নিমিত্ত যাহারা বাজি ধরিয়াছেন, সকলেই এই আইনের অধীনে অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং অনধিক ০২ (দুই) বছরের করাদন্ড বা অনধিক ০২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১১। **অনলাইন বেটিং।**- যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা ২(৪) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অর্নুধ্ধ ০৩ (তিন) বছর কারাদন্ডে বা অনধিক ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১২। **অপরাধের প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি।**- যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের প্ররোচনা যোগান এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয় বা কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য নির্ধারিত দন্ডে প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী ব্যক্তি দন্ডিত হইবেন।

১৩। **পুন:পুন: অপরাধ করিবার শাস্তি।**- এই আইনের অধীনে কৃত অপরাধের জন্য দন্ডিত হইয়া দন্ড ভোগ করিবার পর কোন ব্যক্তি যদি পুনরায় একই অপরাধ করেন তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য এই আইনে সর্বোচ্চ যে দন্ড রহিয়াছে উহার দ্বিগুন পর্যন্ত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৪। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিন যোগ্যতা, ইত্যাদি।**- এই আইনের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable), জামিন অযোগ্য (Non Bailable) এবং আপোষ অযোগ্য (Compoundable) বলিয়া গণ্য হইবে।

১৫। **বিচার।**- এই আইনে বর্ণিত অপরাধের বিচার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ক্ষেত্রমতে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) –এ অনুষ্ঠিত হইবে।

১৬। **সংক্ষিপ্ত বিচার।**- The Code of Criminal Procedure এর Chapter XXII অনুযায়ী এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের সংক্ষিপ্ত বিচার করা যাইবে।

১৭। **আপীল।**- বিচারিক আদালতের রায় প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে আপীল দায়ের করা যাইবে।

১৮। The Code of Criminal Procedure 1898 এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুসরণ করতে হবে।

১৯। **জুয়ার সমগ্রী বিনষ্টকরণ।**- ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তিকে জুয়ার আখড়া রক্ষণাবেক্ষণের দায়ে অথবা জুয়া খেলার উদ্দেশ্যে তথায় উপস্থিত থাকিবার জন্য দন্ড প্রদান করিবার পর উক্ত স্থানে প্রাপ্ত যাবতীয় জুয়ার সামগ্রী ধ্বংস করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত স্থানে প্রাপ্ত যে কোনো অর্থ বা জামানতের টাকা বা অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করিবার বা সামগ্রী বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহক্রমে সরকারি কোষাগারে জমাদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২০। **সাধারণ ব্যতিক্রম।**- সরকার ইচ্ছা করিলে কোন পর্যটন এলাকা বা বিশেষায়িত এলাকা, হোটেল বা ক্লাবকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের আওতামুক্ত ঘোষণা করিতে পারিবেন।

২১। **রহিতকরণ ও সংরক্ষণ।**-

(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'The Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867)' রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত আইনের অধীন-

(ক) কৃতকার্য বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ অনিষ্পন্ন কার্যাদি, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে,

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে উক্ত আইনের অধীন নির্ধারিত কোন আবেদন পেশের অথবা কোন আপিল কিংবা পুনর্বিবেচনা (Review) অথবা পুনরীক্ষণ (Revision) দায়েরের সময়সীমার মেয়াদ অবশিষ্ট থাকিলে, উক্ত মেয়াদ অব্যাহত থাকিবে।

(গ) চলমান মামলাসমূহ এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে যেন উক্ত আইন রহিত হয় নাই; এবং

(ঘ) প্রণীত সকল বিধি, প্রদত্ত সকল আদেশ, জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বা নোটিশ, এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, এমনভাবে বলবৎ থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত বা জারীকৃত হইয়াছে।

২২। ইংরেজীতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ:- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজীতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৬/০২/২৬

মোঃ শফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহঃ সচিব (পুলিশ-৫)
জননিরাপত্তা বিভাগ
ও
সদস্য
The Public Gambling Act 1867-এর হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত কমিটি।

২৬/০২/২৬

মোঃ মিজানুর রহমান
পুলিশ সুপার (সিআরওএন্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স)পিবিআই, বাংলাদেশ পুলিশ
ও
সদস্য
The Public Gambling Act 1867-এর হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত কমিটি।

২৬/০২/২০২৬

ফৌজিয়া খান
উপসচিব (আইন-২)
জননিরাপত্তা বিভাগ
ও
সদস্য সচিব
The Public Gambling Act 1867-এর হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত কমিটি।

২৬.০২.২৬

জুবাইদা মান্নান
যুগ্মসচিব (আইন)
জননিরাপত্তা বিভাগ
ও
সদস্য
The Public Gambling Act 1867-এর হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত কমিটি।

২৬/২/২০২৬

মোঃ মিজানুর রহমান
যুগ্মসচিব (রাজ-২)
জননিরাপত্তা বিভাগ
ও
সদস্য
The Public Gambling Act 1867-এর হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত কমিটি।

২৬/২/২৬

লিপিকা ভদ্র
অতিরিক্ত সচিব (আইন ও শৃঙ্খলা)
জননিরাপত্তা বিভাগ
ও
আহবায়ক
The Public Gambling Act 1867-এর হালনাগাদ ও যুগোপযোগীকরণ সংক্রান্ত কমিটি।